০১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিচিতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় একটি দক্ষ ও গতিশীল রাজস্ব প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬ (The National Board of Revenue Order, 1972) এর ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কাষ্টমস, মূল্য সংযোজন কর ও আয়কর বিষয়ক রাজস্ব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক দেশের মোট রাজস্বের ৮৬% এর অধিক আহরিত হচ্ছে। এটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, একই সাথে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগেরও সচিব। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যক্ষ কর অনুবিভাগের ৮ জন এবং পরোক্ষ কর অনুবিভাগের ৭ জন সদস্য পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং প্রশাসন কাজে ১ জন সদস্য চেয়ারম্যানকে সহায়তা করেন। সদস্যদের মধ্যে প্রতি অনুবিভাগ থেকে ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য ১ম গ্রেডভুক্ত এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ ২য় গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ৫টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে বোর্ড প্রশাসন অনুবিভাগ, কাস্টমস অনুবিভাগ, ভ্যাট অনুবিভাগ, আয়কর অনুবিভাগ এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ। নিম্নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যভিত্তিক কাঠামো এবং পদসোপানভিত্তিক কাঠামো চার্টের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) এবং তথ্যপ্রযুক্তি শাখা কাজ করছে।

i.জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

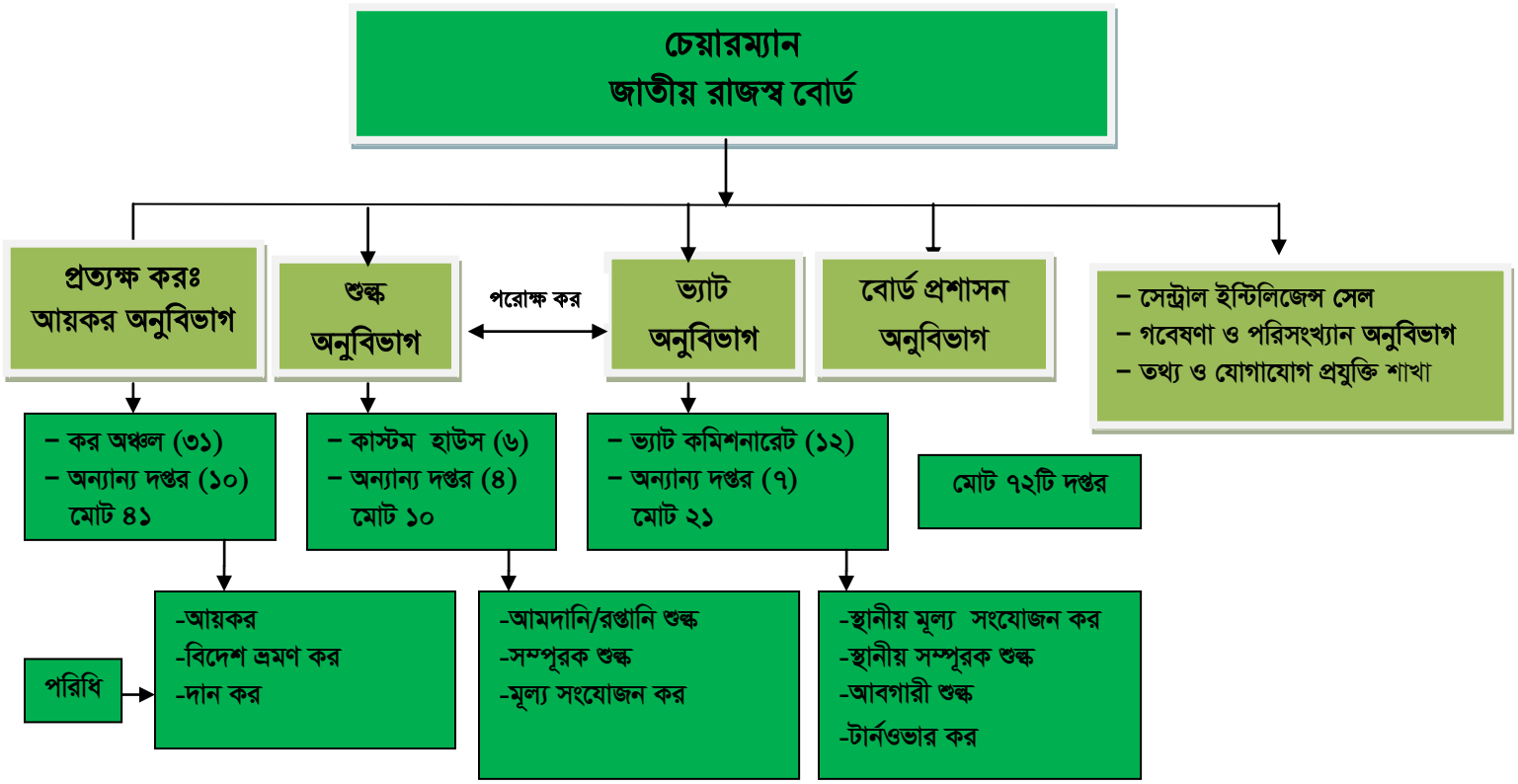

ii. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যভিত্তিক কাঠামো

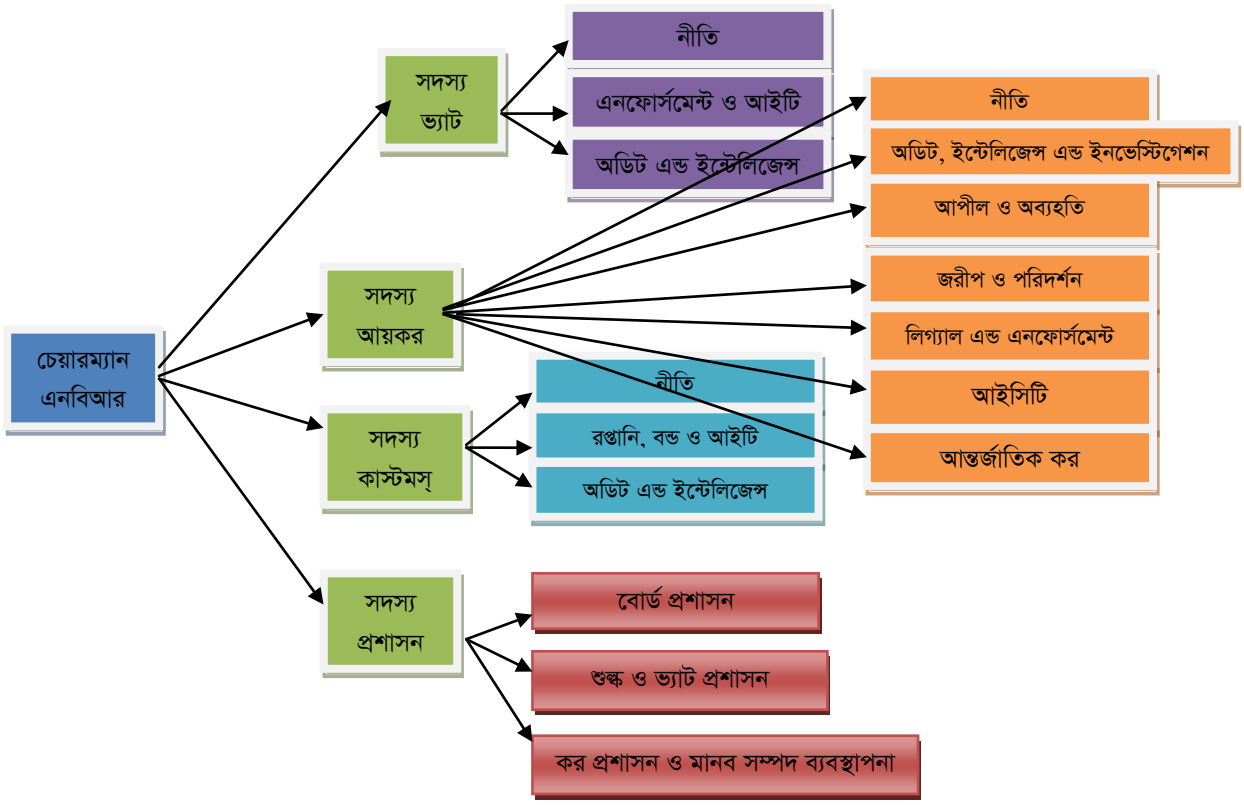

iii. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পদসোপান ভিত্তিক কাঠামো

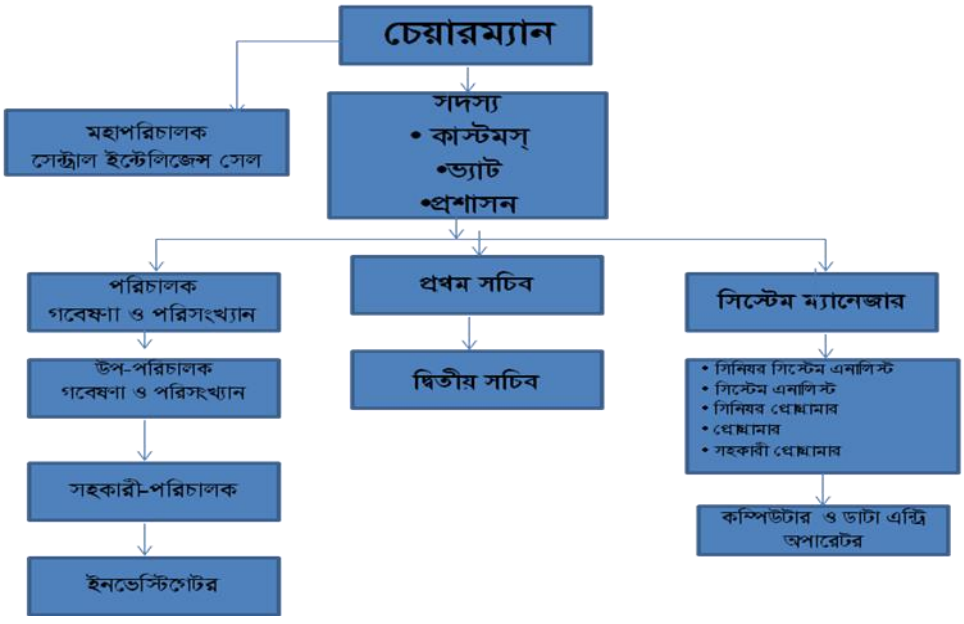

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের সংখ্যা মোট ৭২টি। প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চল/জরীপ অঞ্চল/আপীল অঞ্চল/দপ্তর/পরিদপ্তর/অধিদপ্তরের সংখ্যা ৪১টি, যার মধ্যে ৩১টি দপ্তরের দায়িত্ব রাজস্ব সংগ্রহ করা। অবশিষ্ট ১০টি দপ্তরের মধ্যে ৭টি আপীল কার্যক্রম পরিচালনা, ১টি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ও ১টি পরিদর্শন কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

পরোক্ষ কর প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস, শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট/দপ্তর/পরিদপ্তর/ অধিদপ্তরের সংখ্যা ৩১টি। এর মধ্যে ৬টি কাস্টম হাউস, ২টি কাষ্টমস বন্ড কমিশনারেট ও ১২টি শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট কমিশনারেট রাজস্ব সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত। অবশিষ্ট দপ্তরসমূহ হলো ৪টি আপীল কমিশনারেট, ১টি কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত পরিদপ্তর, ১টি শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ১টি কাস্টমস (শুল্ক) নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন (ভ্যালুয়েশন) কমিশনারেট, ১টি প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ১টি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত স্থায়ী কাস্টমস প্রতিনিধির (Permanent Customs Representative) দপ্তর।

জনবল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের জনবলের অনুমোদিত পদ সংখ্যা মোট ২২,১৩৬ টি। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদর দপ্তরে অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৬১৪, প্রত্যক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ৮,৯৭১ এবং পরোক্ষ করের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১২,৫৫১ (শ্রেণীভিত্তিক জনবলের তথ্য সারণী-২১ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে)।

কার্যাবলী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

১. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের লক্ষ্যে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত আইন/নীতি প্রণয়ন;

২. বিদ্যমান আইন ও বিধির ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণ;

৩. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণ;

৪. আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও আবগারী শুল্ক এবং আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক আহরণে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;

৫. অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুল্ক/কর মওকুফ করা;

৬. রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রার কৌশলগত বিভাজন;

৭. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের আওতা ও পরিধি নির্ধারণ এবং স্বেচ্ছা প্রতিপালন উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি;

৮. রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, রাজস্ব আহরণ মনিটর এবং রাজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

৯. করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধকল্পে পরিচালিত জরীপ/নিরীক্ষা কাজে এবং চোরাচালান দমন ও গোয়েন্দা কার্যক্রমে নিয়োজিত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;

১০. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিদেশের সাথে সাধারণ সহযোগিতা চুক্তি, অনুদান ও ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি এবং কর-সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

১১. বন্ডেড ওয়্যারহাউস ও প্রত্যর্পণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;

১২. করদাতা সেবা প্রদান এবং করদাতাদের কর পরিশোধে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী আয়োজন।

০২। সরকারের মোট রাজস্ব ও জিডিপি পরিস্থিতি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ২০০০-০১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ৯.১৪ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে সরকারের মোট রাজস্বের ৮৯.১১ শতাংশ কর রাজস্ব (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কিছু উৎসের সমন্বয়ে কর রাজস্ব গঠিত) থেকে সংগৃহীত হয়। ২০০০-০১ অর্থবছরে কর রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ৭.৮০ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বেড়ে ৯.২৭ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ছিল ২০০০-০১ অর্থবছরে ৭.৪০ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৯৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (সারণী ০১)। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি, কর রাজস্ব ও মোট রাজস্বের প্রবৃদ্ধি সারণী, এবং ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্ব সংক্রান্ত তথ্য সারণী ০৫ এ দেখানো হয়েছে। [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর তথ্য সূত্র ঃ ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬]

০৩। সরকারের মোট রাজস্ব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব পরিস্থিতি

দেশের মোট রাজস্বের বৃহদাংশ ও কর রাজস্বের সিংহভাগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মোট রাজস্বে কর বহির্ভূত রাজস্ব অর্থাৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ উল্লেখযোগ্য ভাবে অবদান রাখছে। ২০০০-০১ অর্থবছরে সর্বমোট রাজস্বের ৮৫.৩২ শতাংশ কর রাজস্ব এবং ১৪.৬৮ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব উৎস থেকে পাওয়া যেতো। উক্ত সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মোট রাজস্বের ৮০.৯৯ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট সংগৃহীত রাজস্বের ৮৯.১১ শতাংশ কর রাজস্ব থেকে, ১০.৮৯ শতাংশ কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে ৮৬.০৫ শতাংশ সংগৃহীত হয়েছে (সারণী-৬)। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের গতিধারা লেখচিত্র- ০১ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-০১ ঃ ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণের গতিধারা

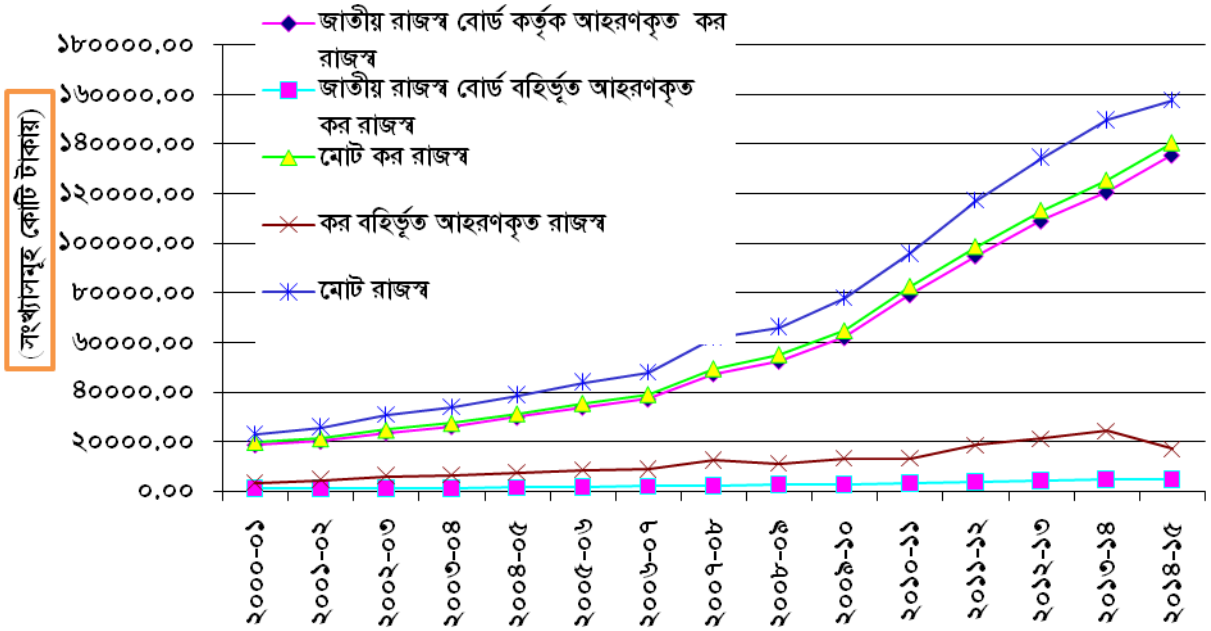

০৪। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ পরিস্থিতি

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ১৮২৯৫৪ কোটি টাকা যা পরবর্তীতে সংশোধন করে ১৬৩৩৭১ কোটি টাকা করা হয়।
- সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৪০৬৭৭ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৮৬.১১ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২৬৯৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ১৩.৮৯ শতাংশ।
- কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫০২৮.০০ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৮২.৬৫শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৯৫.৯৮ শতাংশ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৪৯ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩.৪৬ শতাংশ এবং মোট কর রাজস্বের ৪.০২ শতাংশ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোট ১৫৭৬৯৯.৭০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১৬৩৩৭১ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৫৬৭১.৩০ কোটি টাকা বা ৩.৪৭ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৬.৫৩ শতাংশ।
- আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১৪০৫২২.৭০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১৪০৬৭৭কোটি টাকা) অপেক্ষা ১৫৪.৩০ কোটি টাকা বা ০.১১ শতাংশ কম। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৯.৮৯ শতাংশ।
- আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করেছে ১৩৫৭০০.৭০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (১৩৫০২৮.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৬৭২.৭০ কোটি টাকা বা ০.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.৫০ শতাংশ।
- আহরণকৃত কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের পরিমাণ ৪৭২২.০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা (৫৬৪৯.০০ কোটি টাকা) অপেক্ষা ৯৩৮.০০ কোটি টাকা বা ১৬.৬০ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৩.৫৯ শতাংশ।
- কর বহির্ভূত উৎস হতে প্রাক্কলিত ২২৬৯৪.০০ কোটি টাকার বিপরীতে আহরণ হয়েছে ১৭১৭৭.০০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৫৫১৭.০০ কোটি টাকা বা ২৪.৩১ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৭৫.৬৯ শতাংশ।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৮৯.১১ শতাংশ আহরণ হয়েছে কর রাজস্ব থেকে এবং ১০.৮৯ শতাংশ আহরণ হয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে।
- আবার মোট কর রাজস্বের ৯৬.৫৭ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে ও ৩.৪২ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট রাজস্বের মধ্যে ৮৯.০৫ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব থেকে, ৩.০৬ শতাংশ আহরণ হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব থেকে এবং ১০.৮৯ শতাংশ আহরণহয়েছে কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে।
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-৭ এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-২ এ, আহরণকৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্বের অংশ লেখচিত্র-৩ এ এবং আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০২ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও কর বর্হিভূত রাজস্বের অংশ

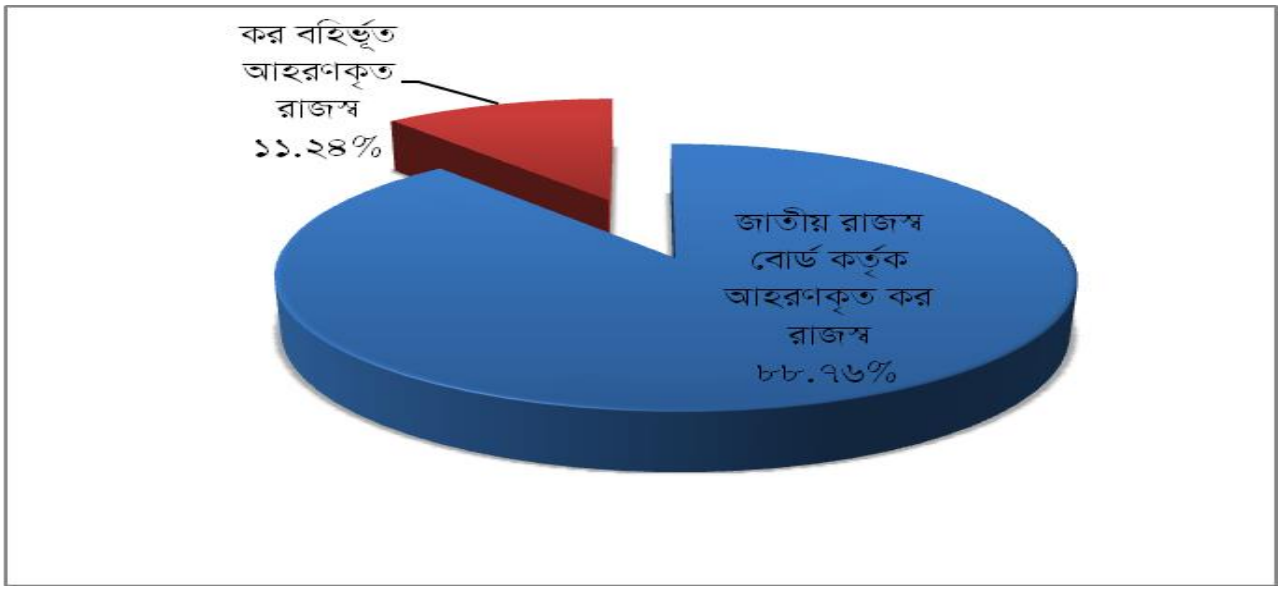

লেখচিত্র - ০৩ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট কর রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বর্হিভূত অংশ

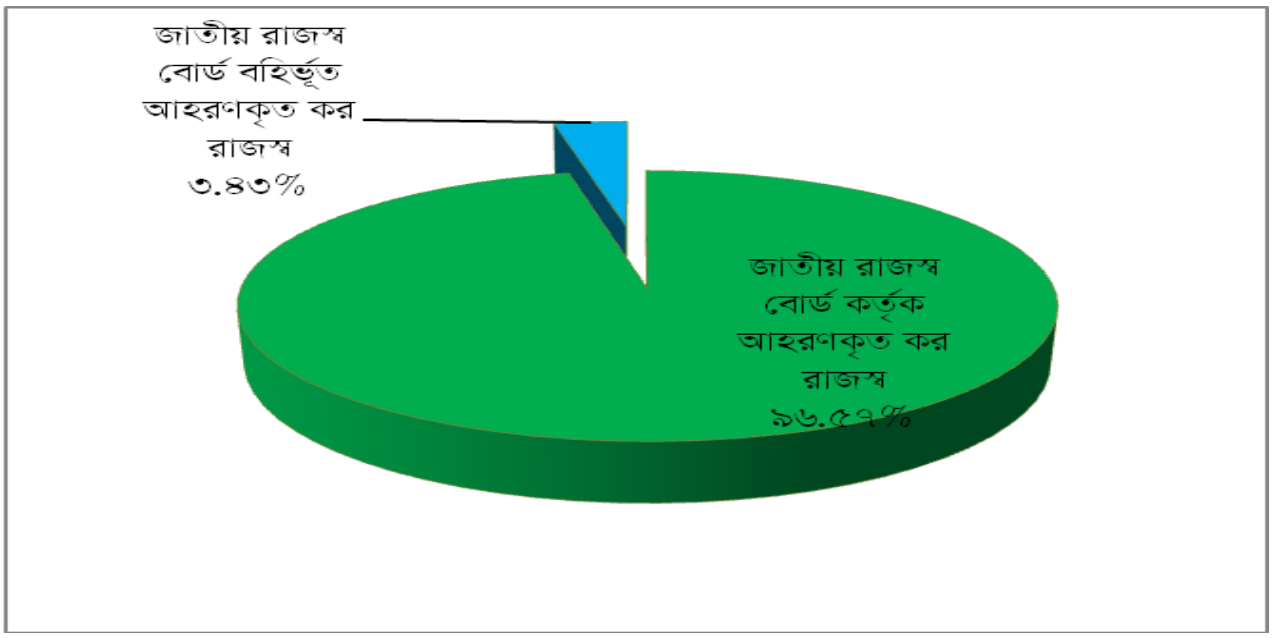

লেখচিত্র -০৪ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরণকৃত মোট রাজস্বের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অংশ

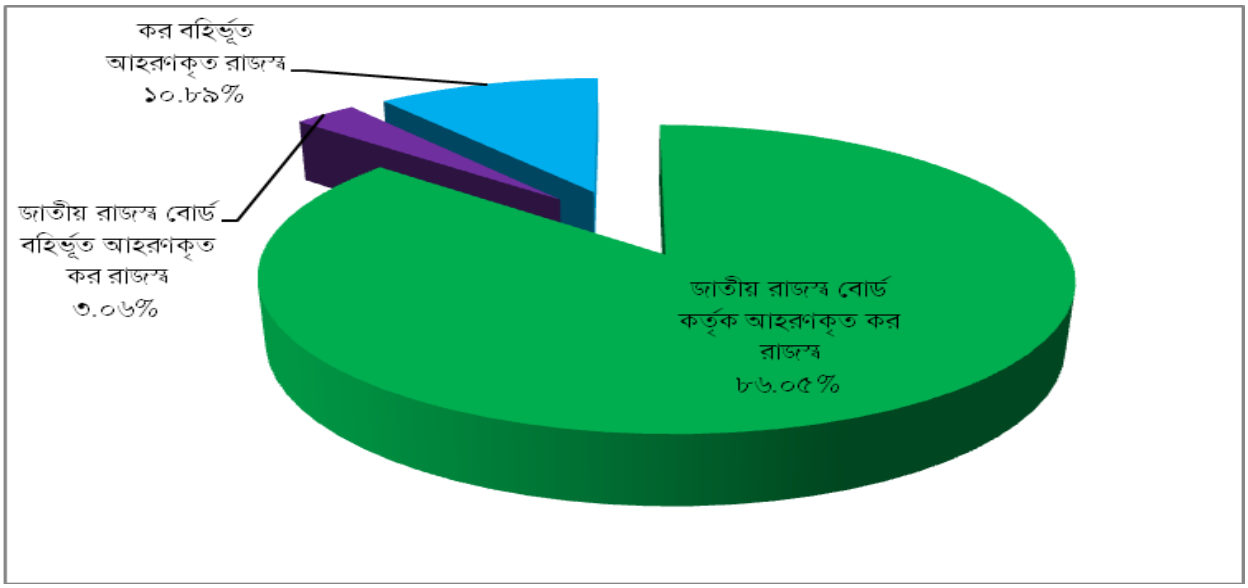

০৫। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জন্য নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ পরিস্থিতি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বকে প্রধানতঃ দু'ভাগে দেখানো হয়। যথাঃ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর এবং অন্যান্য কর (বৈদেশিক ভ্রমণ কর, অন্যান্য কর ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরোক্ষ করের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমদানি শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার কর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব কাঠামোকে নিচের ছকে দেখানো হয়েছে ঃ

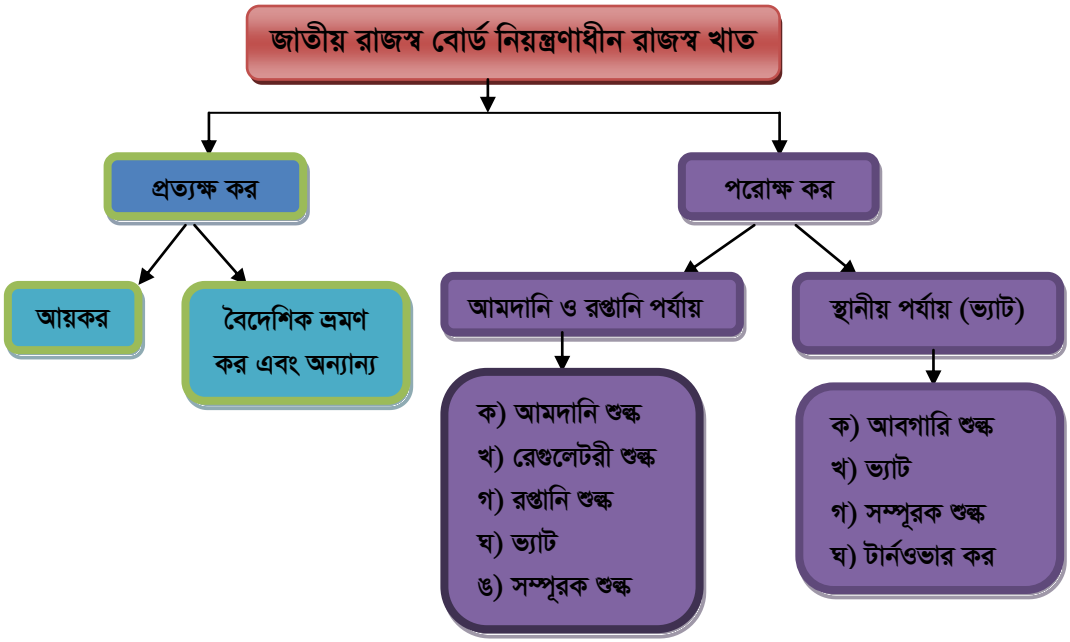

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্বের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩৫০২৮.০০ কোটি টাকা। মোট লক্ষ্যমাত্রার ২৭.৭৭ শতাংশ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের জন্য, ৩৫.৭৪ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর জন্য, ৩৬.৪৮ শতাংশ আয়কর খাতের জন্য (তন্মধ্যে আয়কর ৩৫.৮০ শতাংশ এবং ভ্রমণ ও অন্যান্য কর ০.৬৮ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়। মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ লেখচিত্র-৫ এ দেখানো হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আহরণ করেছে ১৩৫৭০০.৭০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০০.৫০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণ ১২০৮১৯.৮৫ কোটি টাকার তুলনায় ১৪৮৮০.৮৫ কোটি টাকা বা ১২.৩২ শতাংশ বেশী। মোট আহরণকৃত রাজস্বের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে ২৮.২৫ শতাংশ, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে ৩৬.১২ শতাংশ, আয়কর খাতে ৩৪.৯৮ শতাংশ এবং অন্যান্য কর খাতে ০.৬৫ শতাংশ আহরণ হয়েছে। আহরণকৃতমোট রাজস্বের খাতভিত্তিক অবদান লেখচিত্র-৬ এ দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন অর্থবছরের আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়, স্থানীয় পর্যায়, আয়কর এবং অন্যান্য করের ক্ষেত্রে আহরণকৃত রাজস্ব ও মোট আহরণকৃত রাজস্বের অংশের হিসাব সারণী-৮ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৫ ঃ মোট লক্ষ্যমাত্রার খাতভিত্তিক অংশ

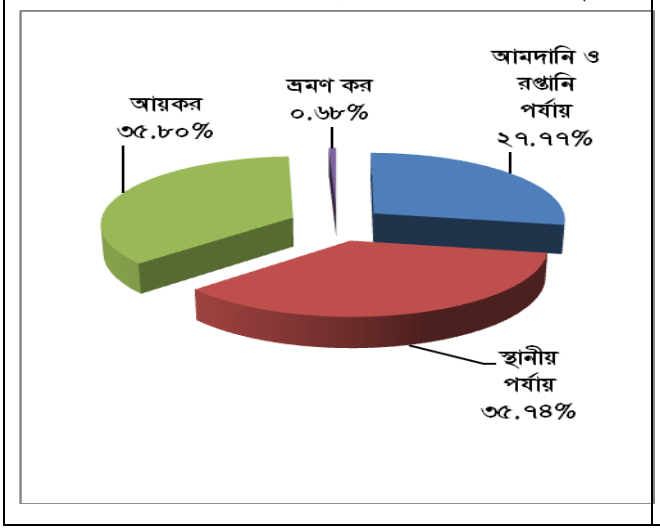

লেখচিত্র - ০৬ ঃ মোট আহরিত রাজস্বের খাতভিত্তিক অংশ

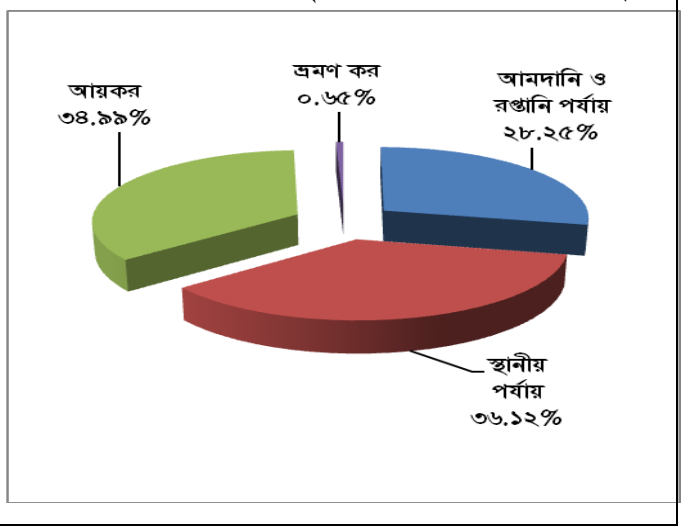

এছাড়া, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাসভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ তথ্য সারণী-১০ এ দেখানো হয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ, প্রবৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সারণী-৯ এ এবং উক্ত বছরসমূহের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের গতিধারা লেখচিত্র -৭ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৭ ঃ ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং আহরণের গতিধারা

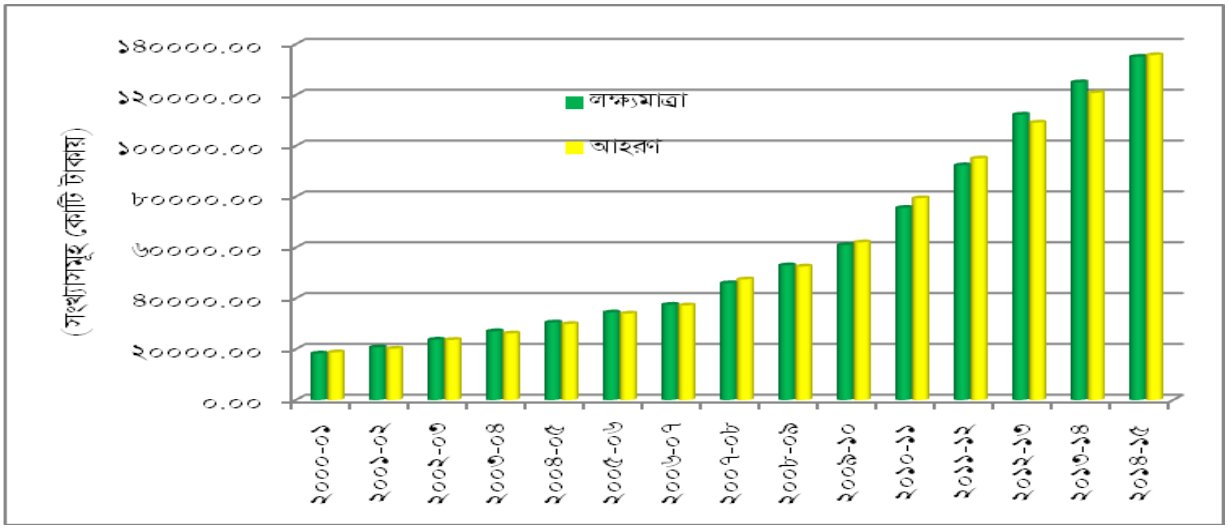

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৯২৬৪.০০ কোটি টাকা, আহরণ হয়েছে ৪৮৩৫৩.৮০ কোটি টাকা। এ আহরণ লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৯১০.২০ কোটি টাকা বা ১.৮৫ শতাংশ কম। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৮.১৫ শতাংশ। এ আহরণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আহরণ ৪৩৮৪৮.৫২ কোটি টাকা থেকে ৪৫০৫.২৮ কোটি টাকা বেশী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১০.২৭ শতাংশ। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করের খাতভিত্তিক রাজস্ব আহরণ, প্রবৃদ্ধি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোট আহরণের অনুপাত সারণী ১২ এ দেখানো হয়েছে।

একই সময়ে পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৫৭৬৪.০০ কোটি টাকা, আহরণ হয়েছে ৮৭৩৪৬.৯০ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫৮২.৯০ কোটি টাকা বা ১.৫৪ শতাংশ বেশী আহরণ হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১০১.৮৫ শতাংশ। এ আহরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণ ৭৬৯৫৭.০২ কোটি টাকা থেকে ১০৩৮৯.৮৮ কোটি টাকা বেশী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরণের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১৩.৫০ শতাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কাস্টম হাউস এবং কমিশনারেটভিত্তিক পরোক্ষ করের লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণ সারণী ১৩ এ এবং ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত পরোক্ষ কর আহরণের পরিমাণ ও প্রবৃদ্ধি সারণী ১৪ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বের ৬৪.৩৭ শতাংশ আহরণ হয়েছে পরোক্ষ কর থেকে এবং ৩৫.৬৩ শতাংশ আহরণ হয়েছে প্রত্যক্ষ কর থেকে (সারণী ১৫)। বিভিন্ন অর্থবছরের পরোক্ষ কর ও প্রত্যক্ষ কর আহরণ প্রবণতা পর্যালোচনা (সারণী ১৫, সারণী ১৬ এবং সারণী ১৭) করলে লক্ষ্য করা যায় যে, মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ করের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-৮এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র - ০৮ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কৃর্তক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের অংশের গতিধারা

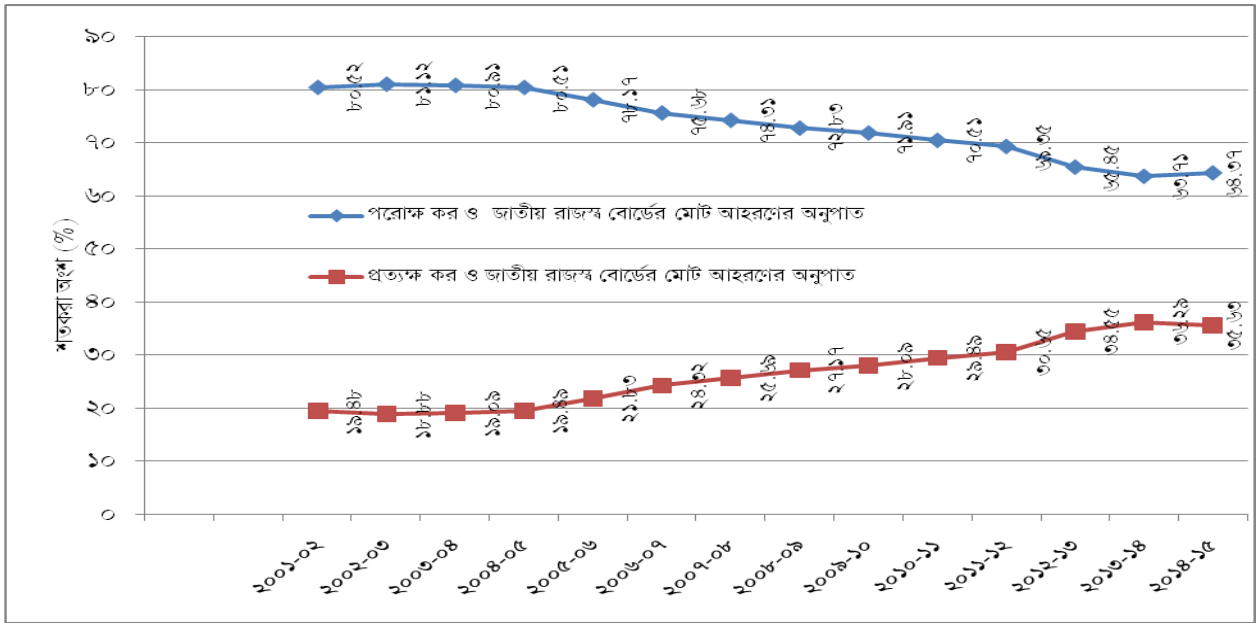

আবার, পরোক্ষ করের মোট রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের রাজস্ব আহরণের অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ের রাজস্ব আহরণের অংশ ক্রমান্বয়ে কমছে। এছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মোট আদায়ে, প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়করের রাজস্ব এবং স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাটের রাজস্বের কর অনুপাত প্রায় সমান পর্যায়ে (৩৪%-৩৬%) উপনীত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা লেখচিত্র-০৯ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা লেখচিত্র - ১০ এ দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ঃ ০৯ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর, স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা

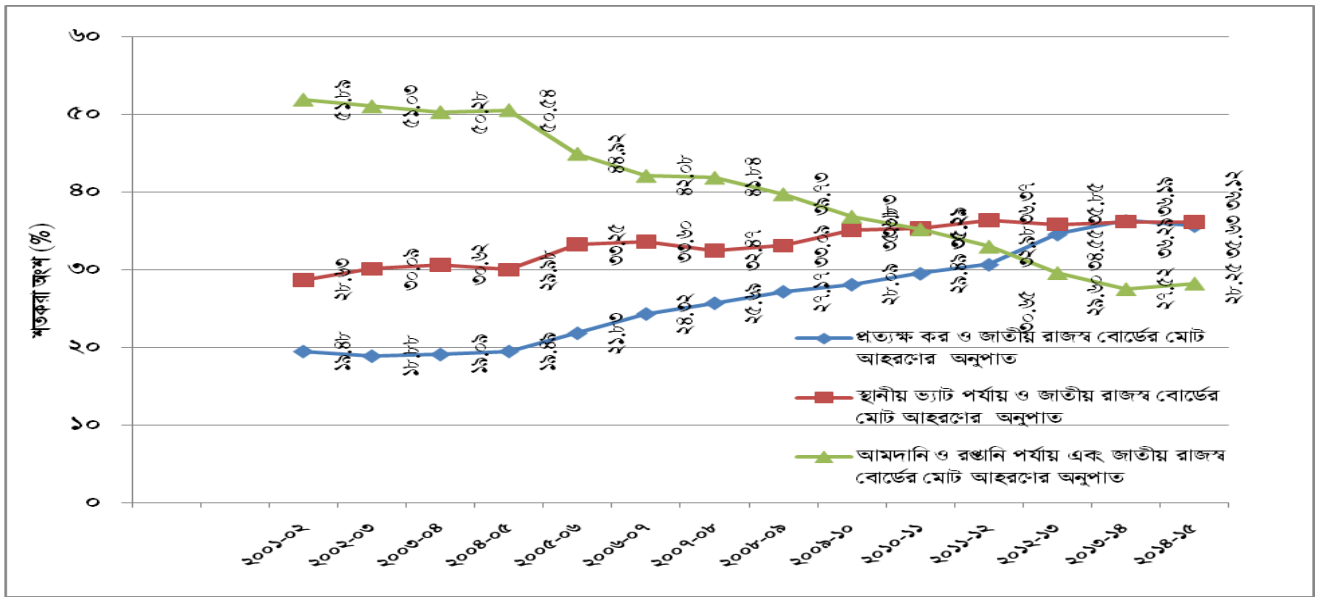

লেখচিত্র - ১০ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত মোট পরোক্ষ করে স্থানীয় ভ্যাট পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্ব এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আহরণকৃত রাজস্বের অংশের গতিধারা

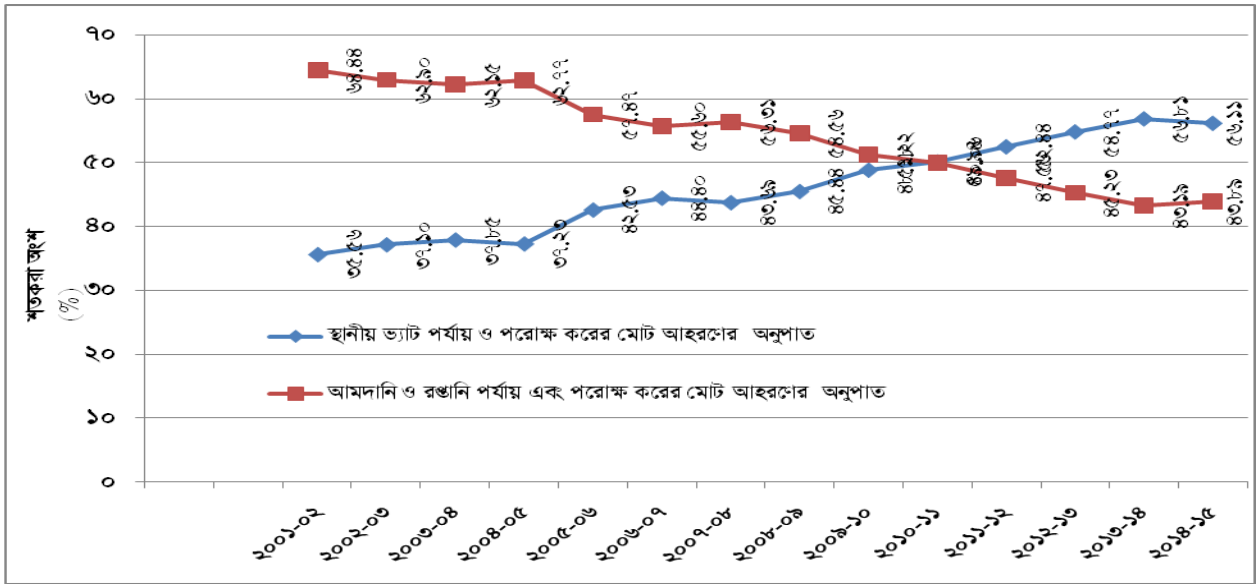

- ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বিভিন্ন খাতের শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা, আহরণ ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় লক্ষ্যমাত্রা ও আহরণের হ্রাস/বৃদ্ধি সারণী ১৬ এ দেখানো হয়েছে।
- ২০০৪-০৫ অর্থবছর হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের বিভিন্ন প্রকার শুল্ক করাদির খাতভিত্তিক মূল ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ও রাজস্ব আহরণের পরিসংখ্যান সারণী ১৭ এ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ও খাতভিত্তিক মাসওয়ারী রাজস্ব আহরণ তথ্য এবং অর্ধবার্ষিক আহরণ তথ্য যথাক্রমে সারণী ১৮ এ, সারণী ১৯ এ এবং সারণী ২০ এ দেখানো হয়েছে।

বকেয়া রাজস্ব

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরোক্ষ কর (আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে এবং স্থানীয় পর্যায়ে) ও প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৬৪৯০.৬৯ কোটি টাকা ও ১২০৩৪.৩৩ কোটি টাকা এবং বকেয়া রাজস্ব আহরণের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০৪.৯২ কোটি টাকা ও ১৩৭৯.৯২ কোটি টাকা। মোট বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ৪৮৫২৫.০২ কোটি টাকা এবং মোট বকেয়া রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৮৮৪.৮৪ কোটি টাকা (সারণী ২১)।

০৬। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের বিপরীতে প্রশাসনিক ব্যয়

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন খাতসমূহ হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ হয়েছে মোট ১৩৫৭০০.৭০ কোটি টাকা। অন্যদিকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও এর অধীনস্থ প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ব্যয় হয়েছে মোট ৯৭০.৬৪ কোটি টাকা (সারণী ২২)। এ ব্যয়ের মধ্যে ব্যান্ডরোল ও ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ বাবদ পরিশোধিত অর্থ ১৩২.৮৩ কোটি টাকা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল মুদ্রণ ব্যয় সহ মোট ব্যয় হিসেবে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে ব্যয় হয়েছে ০.৭২ টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ০.৭৮ টাকা অর্থাৎ ৮.৩৩ শতাংশ কম। ব্যান্ডরোল ও স্ট্যাম্প মুদ্রণের জন্য পরিশোধিত অর্থ বাবদ ব্যয় ব্যতিত প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আহরণেরজন্য ব্যয় হয়েছে ০.৬২ টাকা (সারণী ২৩)।

অর্থাৎ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাজস্ব আহরণ বাবদ ব্যয়ের হার কমছে। লেখচিত্র-১১ এ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরণকৃত রাজস্বের ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হারের গতিধারা

দেখানো হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আহরণের বিপরীতে প্রশাসনিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সারণী ২৩ ও ২৩ (ক) তে রয়েছে।

লেখচিত্র - ১১ ঃ আহরণকৃত রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যয়ের হারের গতিধারা

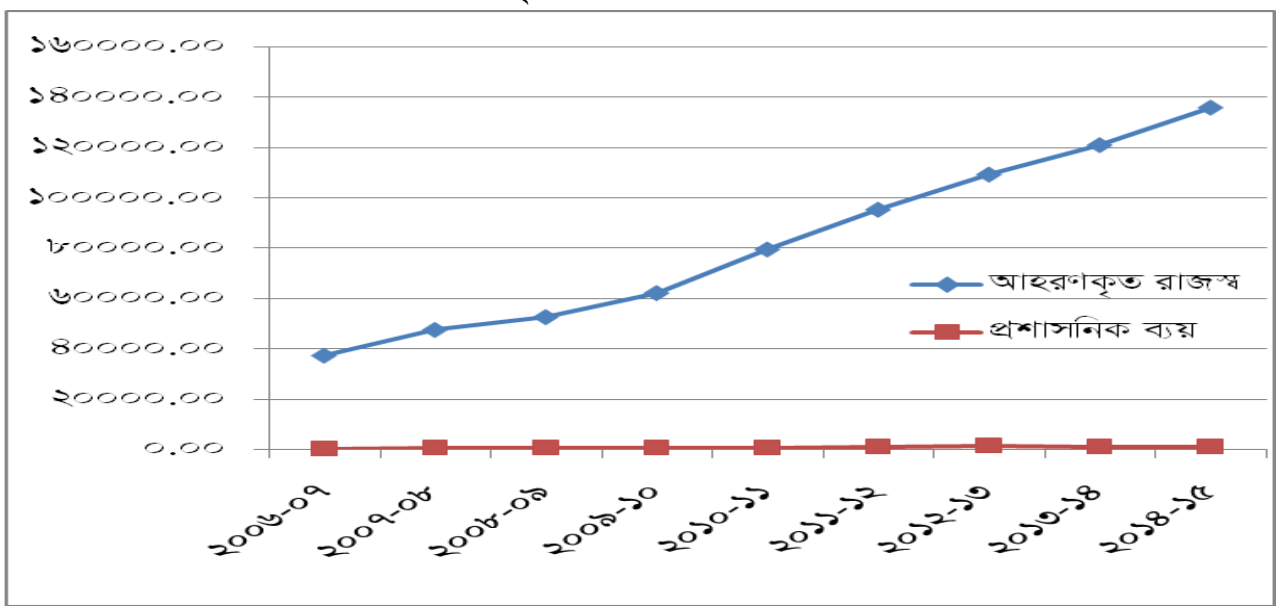

০৭। পরোক্ষ কর আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয়

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরোক্ষ কর আহরণ হয়েছে ৮৭৩৪৬.৯০ কোটি টাকা এবং এ আহরণ বাবদ প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে (পিএসআই ফি পরিশোধ ও ব্যান্ডরোল/ষ্ট্যাম্প মুদ্রণ ব্যয় ব্যতীত) ২৬৪.৯০ কোটি টাকা। এ ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয় হয়েছে ০.৩০ টাকা। উল্লেখ্য, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল মুদ্রণ বাবদ ব্যয় ১৩২.৮৩ কোটি টাকা যোগ করা হলে মোট প্রশাসনিক ব্যয় দাঁড়ায় ৩৮৮.২৩ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ টাকা রাজস্ব আদায়ে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৪৪ টাকা [সারণী ২৩ (ক)]।

০৮। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ

প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সমূহ ঃ

- ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয় সীমা ২,২০,০০০/= টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ উর্ধ্ব বয়সের) এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের জন্য বিদ্যমান পৃথক করমুক্ত আয় সীমা ২,৫০,০০০/= টাকা এবং ৩,০০,০০০/= হতে বাড়িয়ে যথাক্রমে ২,৭৫,০০০/= টাকা এবং ৩,৫০,০০০/= টাকা করা হয়েছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০/= নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানী নয় এরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ও পাবলিক লিঃ কোম্পানীর করহার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩৫ শতাংশ করা হয়েছে।
- সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং ধনী-গরীবের বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে ৪৪.২০ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের উপর করের হার ২৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩০% করা হয়েছে। তাছাড়া সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান হারে ১০% থেকে ২৫% পর্যন্ত সারচার্জ আরোপ করা হয়েছে।

- গৃহ সম্পত্তি খাতের আর্থিক লেনদেনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও এই খাত থেকে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাড়ী ভাড়া আয় ব্যাংকে জমা নিশ্চিত করা।
- নারী-শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষাকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত গার্লস-স্কুল বা কলেজ এবং ভোকেশনাল ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রদত্ত অনুদান সম্পূর্ণ করমুক্ত করা হয়েছে।
- কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কৃষি খাতে প্রণোদনার অংশ হিসেবে এ খাতের করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/= থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/= টাকা করা হয়েছে।
- দেশের অনগ্রসর অঞ্চলসমূহে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অনগ্রসর এলাকায় স্থাপিত বা স্থানান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১০ বছর পর্যন্ত ২০% হারে কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সুরক্ষায় HHK পদ্ধতির দূষণমুক্ত আধুনিক ব্রিক ফিল্ড শিল্পকে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করা।
- পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ এর সম্প্রসারণ ও উত্তরোত্তর শক্তিশালীকরণে ডিমিউচ্যুয়ালাইজড স্টক এক্সচেঞ্জসমূহকে কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- পেনশনধারী ব্যক্তিদের অবসরোত্তর জীবনের কথা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ওয়েজ আর্নার্সদের অবদানের বিষয়টি বিবেচনা করে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ও ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড ক্রয়ে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ হতে অর্জিত সুদ আয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।
- রপ্তানী খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত cash incentive এর উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।
- লোকাল এল সি ও অনুমিত কমিশনের উপর উৎসে কর হার ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।
- কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রদত্ত যে কোন দানকে করমুক্ত করা হয়েছে।
- কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই খাতে করমুক্ত প্রদত্ত অনুদানের সীমা ৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১২ কোটি টাকা করা হয়েছে।
- জনগণকে অপরিহার্য সেবা প্রদান নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উপর বিদ্যমান করহার হ্রাস করা হয়েছে ।
- সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব আহরণ এবং আয়ের পুনঃবন্টন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সমতা বিধানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং অভিজাত আবাসিক এলাকায় জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন মূল্য নির্বিশেষে কাঠা প্রতি অগ্রিম কর নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ঃ

আমদানি পর্যায়ে

- বিদ্যমান চার স্তর বিশিষ্ট শুল্কহার ০%, ৫%, ১২% ও ২৫% এর মধ্যে মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্কহার ১২% থেকে হ্রাস করে ১০% করে বিদ্যমান চার স্তর বিশিষ্ট শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে ;
- বিদ্যমান নয় স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার পুনর্বিন্যাস করে দশ স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহার ১০%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% নির্ধারণ করা হয়েছে ;
- সর্বোচ্চ শুল্কহার (২৫%) প্রযোজ্য রয়েছে এমন পণ্যের ক্ষেত্রে (কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত) বর্তমানে বলবৎ ৫% রেগুলেটরী ডিউটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। তাছাড়া, শুল্ক হার ১০% প্রযোজ্য রয়েছে এমন পণ্যের মধ্যে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ৫% রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। তবে, বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য রয়েছে, এমন পণ্য যথারীতি রেগুলেটরী ডিউটি এর আওতা বহির্ভূত রাখা হয়েছে ;

- পুরাতন/ব্যবহৃত/পুনঃসংস্কারকৃত যানবাহনের ক্ষেত্রে ১০% ডিলার্স কমিশন ও সর্বসাকুল্য (consolidated) অবচয় প্রদান সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রথা বাতিল করে ০৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক অবচয় সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ;
- বাধ্যতামূলক PSI প্রথা বাতিল করে ঐচ্ছিক PSI প্রথা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে ;
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য ব্যাগেজ বিধিমালা অধিকতর সহজীকরন করা হয়েছে ;
- জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উপকরণের ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ;
- পোল্ট্রি শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং গবাদি পশু প্রতিষ্ঠানের খাদ্য উপকরণে শুণ্য শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ;
- টেক্সটাইল শিল্পের উপকরনে শুণ্য শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ;
- পর্যটন শিল্পের equipment and accessories এ রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

২০১৪-১৫ অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ব্যবস্থায় পদক্ষেপসমূহ নিম্নরুপ ঃ

(১) মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উদারীকরণ ঃ

ক) মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ন্যায় নির্ণয়নকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জরিমানা আরোপের পরিমান ফাঁকিকৃত রাজস্বের সর্বনিম্ন এক চতুর্থাংশ হতে সর্বোচ্চ অর্ধাংশ করা হয়েছে;

খ) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলে নিম্নবর্ণিত সেবা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছেঃ

(i) কৃষিকাজের সহিত সংশ্লিষ্ট পোকামাকড় দমন ও বালাইনাশক কার্যক্রম;

(ii) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী এবং কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী;

গ) ভ্যাট চালান দাখিলের সময়সীমা ৭২ ঘন্টা হতে বৃদ্ধিপূর্বক ৫ কার্যদিবস করা হয়েছে;

ঘ) উৎপাদনকারী কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ের সরবরাহের তুলনায় রপ্তানি কম হলে চলতি হিসাবে প্রত্যর্পণ/সমন্বয় গ্রহণ করতে পারবে মর্মে বিধান করা হয়েছে; এবং

ঙ) মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বাংলাদেশে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর উৎপাদক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে সরবরাহ করতে পারবে মর্মে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(২) মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) অব্যাহতি ঃ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে, যথাঃ-

ক) কিডনী ডায়ালাইসিস সল্যুশন (উৎপাদন পর্যায়ে);

খ) মেডিটেশন সেবা (সেবা পর্যায়ে);

গ) সকল প্রকার জন্মনিরোধক সামগ্রী (ব্যবসায়ী পর্যায়ে) ;

ঘ) জিলেটিন ক্যাপসুল উৎপাদনের জন্য গরু ও মহিষের হাড় সরবরাহকারী (সেবা প্রদান পর্যায়ে);

ঙ) ক্রাসড চামড়া (আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে); এবং

চ) সমুদ্রগামী জাহাজ (ধারণ ক্ষমতা ৫০০০ DWT এর উর্দ্ধে)।

(৩) করভার হ্রাসকরণ ঃ

ক) কার্গো এয়ারক্রাফট এর উপর অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর (ATV) অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

(৪) করভার বৃদ্ধি ঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে করের আপতন (Tax incidence) বৃদ্ধি করা হয়েছে, যথাঃ-

ক) গ্যারেজ-ওয়ার্কসপ, ডকইয়ার্ড, ফটোগ্রাফার, পরিবহণ ঠিকাদার, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের করভার ৪.৫% থেকে ৭.৫% করা হয়েছে;

খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস, লঞ্চ ও রেলওয়ে সেবার সংকুচিত ভিত্তি হার বিলুপ্ত করা হয়েছে;

গ) 'ভূমি উন্নয়ন সংস্থা' ও ভবন নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি ১.৫% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে;

ঘ) রেঁস্তোরা (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয়) সেবার বিপরীতে সংকুচিত মূল্যভিত্তি ৬% থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৫% করা হয়েছে; এবং
ঙ) স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী এর উপর করভার ২% থেকে বৃদ্ধি করে ৩% করা হয়েছে।

(৫) সম্পূরক শুল্কহার পুনর্বিন্যাস ঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে; যথাঃ-
ক) জর্দা ও গুলের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ৩০% এর স্থলে ৬০% করা হয়েছে;
খ) সিগারেট পেপারের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ২০% সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে; এবং
গ) বৈদ্যুতিক ফিলামেন্ট বাল্ব এর উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

(৬) ভ্যাট এর ট্যারিফ মূল্য পুনর্বিন্যাস ঃ

ক) রেপসীডস অয়েল, কোলজা সীডস অয়েল এবং ক্যানোলা অয়েল এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে;
খ) স্ক্র্যাপ/শিপ স্ক্র্যাপের ট্যারিফ মূল্য ১৫০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন এর পরিবর্তে ২০০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়েছে;
গ) এইচ আর কয়েল থেকে সি আর কয়েল এর ট্যারিফ মূল্য ৭৫০০ টাকা/প্রতি মেঃ টন এর পরিবর্তে ৮,২৫০ টাকা/প্রতি মেঃ টন নির্ধারণ করা হয়েছে;
ঘ) সি আর কয়েল থেকে জিপি শীট, সি আর কয়েল থেকে সিআই শীট, এইচ আর কয়েল থেকে জিপি শীট, এইচ আর কয়েল থেকে সিআই শীট এর ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে;
ঙ) তারকাটা ও টোপ তারকাটার উপর ট্যারিফ মূল্য ২০% বৃদ্ধি করা হয়েছে;
চ) নাট, বোল্ট, স্ক্রু, জয়েন্ট (কানেক্টর), ইলেক্ট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার ও পোল ফিটিংস এর ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে;
ছ) এম এস প্রোডাক্ট এর সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে;
জ) জি আই ওয়্যার এর সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ১০% বৃদ্ধি করা হয়েছে; এবং
ঝ) ''সিম কার্ড সরবরাহকারী'' সেবার বিপরীতে সিম কার্ড প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ১০০/- টাকা শুল্ক কর আহরণেরলক্ষ্যে ১৮১/- টাকা ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে।